বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার (নবম ও দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) এবং ভিশন-২০২১ কে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১) সাধারণ কার্যক্রম :

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও এর বেতন ভাতা বাবদ ১৮৭,৮৮,৪৩,২৬৫ টাকা (একশত সাতাশি কোটি আটাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত পয়ঁষট্টি টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১৩৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৩৮ টাকা এবং বেসরকারি কলেজে ৪৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে ।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি অর্থ বছরে বিভিন্ন শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদেরকে রাজস্ব খাতভুক্ত ঘোষিত বৃত্তিসহ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে EFT এর মাধ্যমে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৪৯ জন শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (যাদের ব্যাংক হিসাব নম্বরসহ চাহিত সকল তথ্য সঠিক ছিল) ৭৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৫ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে।
- সরকারি কলেজের সহযোগী অ্যধাপক থেকে অধ্যাপক পদে ৬৮৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৪০তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের) প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তা ৭৪৭ জনকে সরকারি কলেজে পদায়ন করা হয়েছে।
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রধান শিক্ষক পদে ৮০ জন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার পদে ২৫ জন পদোন্নতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য নতুন কোন সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তবে সিনিয়র শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে ২৫০ জনের পদোন্নতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বেসরকারি কলেজে কর্মরত ৪৩১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত এবং ৭৩৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ৮০০ (আটশত) প্রধান শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) সহকারী প্রধান শিক্ষক, ০১ (এক) হাজার সহকারী শিক্ষক, ৫০০ (পাঁচশত) কর্মচারীর এমপিওভুক্তি এবং ৬০০ (ছয়শত) শিক্ষকের উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়।

- ১৭৪ জন (অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিন নূন্যতম ২টি ক্লাস গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনার আলোকে এ অর্থ বছরে শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯২টি ক্লাস গ্রহণ করেছে।
- সারাদেশে একাডেমিক সুপারভিশন ও ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অফিস পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের আলোকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক **৯,৪৩৪** টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে।

- মাউশি অধিদপ্তর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বছরে ২ বার কৃমি ঔষধ সেবনের এবং ক্ষুদে ডাক্তার টিমের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের ওজন, উচ্চতা মাপা ও চক্ষু পরীক্ষার উদ্যোগ মাউশি অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।
- মাউশি'র আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিসসমূহের জন্য ১৫ হাজার ৬৪১ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকার বাজেট প্রণয়ন এবং বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬৩ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ যা মাউশি'র ইতিহাসে একটি মাইলফলক।
- মাউশি'র আওতাধীন ৬৩৪.৮৩ লক্ষ টাকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং ই-জিপি'র মাধ্যমে ১.৭৩ কোটি টাকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- পারফরমেন্স বেজড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারী সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস পিবিজিএসআই) স্কিমের আওতায় ৬ ধরনের অনুদান/পুরস্কারের সংস্থান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ের অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে ৫০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ লক্ষ টাকা হারে মোট ২৫০ কোটি টাকা স্কুল/ মাদ্ররাসা/স্কুল অ্যান্ড কলেজ ব্যবস্থাপনা জবাবদিহি অনুদান এর অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্ট্রেংদেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিমের আওতায় শিক্ষার্থীদের বই পড়ানো কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯৩টি বই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাউশি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে বই ক্রয়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির ম্যানুয়াল ও কর্মসূচিতে ব্যবহৃত লিফলেট, ফরম, নির্দেশিকা ইত্যাদি উপকরণসমূহ সম্বলিত ৬৫ পৃষ্ঠার ম্যানুয়াল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

চিত্র : পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়

২) অন্যান্য কার্যক্রম :

- **নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নের বিষয় গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য:**

মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির সমন্বিত রুটিন ছক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির জন্য প্রণীত বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জুম সভার মাধ্যমে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ এবং সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করছে।

- **মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন :**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫৪০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (মহানগরী ও জেলার সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। লটারির পরও যে সকল প্রতিষ্ঠানে আসন শূন্য থাকবে সে সকল প্রতিষ্ঠান ম্যানুয়ালি লটারির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কমিটির অনুমতিতে ভর্তি করাতে পারবে। জনকল্যাণে একটি সঠিক ও নির্ভুল ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির এ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সর্বোপরি ডিজিটাল লটারি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

- **জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর:**

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) - এর আওতায় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ১১৮৭টি পদ জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়ে বিগত ৬ মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৩.০২.২০২২ খ্রি. তারিখে ১১৮৭টি পদের মধ্যে ৮০১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে (জনবল স্থানান্তর ব্যতিরেকে) সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।
- এছাড়াও, ১২৬টি প্রেষণ পদের রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৫.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে ১২৬টি প্রেষণপদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরে সম্মতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ২৬.০৬.২০২৩ খ্রি. তারিখে ১২৬টি পদের মধ্যে ৫৯টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

- **ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন:**

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় সাধারণ ধারার ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০ সাল থেকে ২টি করে ট্রেডে (মোট ট্রেড ১০টি) ভোকেশনাল শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ট্রেডে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ও ল্যাব/ ট্রেড অ্যাসিস্টেন্ট নিয়োগ চলমান রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মসূচির অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল:

১) ভোকেশনাল ভবন নির্মাণ : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৪০টি ভবনের-ই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য,এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের ভোকেশনাল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

২) ভোকেশনাল যন্ত্রপাতি সরবরাহ: সাধারণ ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ৩৯৫টি আইসিটি ল্যাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। সেসিপ-এর আওতায় নির্বাচিত ১০টি ট্রেডের ল্যাবের জন্য (মোট ট্রেডল্যাব ১২৮০টি) যন্ত্রপাতি ও মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।

৩) ভোকেশনাল শিক্ষক নিয়োগ : সেসিপ-এর ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় নির্ধারিত ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এনটিআরসিএ কর্তৃক তিনটি ধাপে মোট ১২৬৭ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে সর্বমোট ৮১৪ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর বর্তমানে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট ৪৬৬ টি ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর পদের মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের ৩৯টি পদসৃষ্টি সাপেক্ষে, ননএমপিও (১টি মিশনারি বিদ্যালয়সহ) বিদ্যালয়ের ৫টি পদ এমপিওভুক্তি সাপেক্ষে এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে নিয়োগ এবং ৪২২ টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া এনটিআরসিএ চলমান রয়েছে। এছাড়া ১২৮০ টি ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট পদের মধ্যে এসএমসি ও এমএমসি এর মাধ্যমে ৪৬১ জন ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কর্মরত আছেন এবং অবশিষ্ট ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০ তলা ভবন-নির্মাণের লক্ষ্যে ড্রইং ডিজাইন প্রণয়ন :**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০তলা ভবন-নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক প্রাথমিক ড্রইং-ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে গত ০৮ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ড্রইং-

ডিজাইনে ভবনের বাহ্যিক অংশের অনুমোদন প্রদান করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ভবনের অভ্যন্তরীণ অংশের পুনর্বিন্যাসপূর্বক ২৮.০৫.২০২৩ খ্রি. তারিখে সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় ড্রইং-ডিজাইনটি কিছু পরিমার্জন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়।

৩) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

- ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৬৩ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরির জন্য ২১১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১৬,৪০০ জন প্রশিক্ষক এবং ২,৮০, ৭৯০ জন শ্রেনি শিক্ষক, জেলা পর্যায়ে ২৯,৫৬৪ জন প্রধান শিক্ষক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৯৭ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নতুন কারিকুলাম-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

  উল্লেখ্য, "Building Capacity for Assessing Learning Losses and Ensuring an Effective Recovery" শিরোনামে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট এর উপর একটি নির্দেশিকা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে যা নতুন কারিকুলাম-২০২২ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নতুন কারিকুলাম-২০২২ বাস্তবায়নে চলমান শিক্ষক প্রশিক্ষণসমূহ উইং এর সকল কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করছে।

- প্রশিক্ষণ শাখার আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩৬২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক ৬৬০ জন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬৬৫ জন, ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২০০ জন, সেবা সহজিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক ১৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেছে। কর্মকর্তাদের জন্য ০৩ টি ব্যাচ এবং কর্মচারী ০৭ টি ব্যাচে মোট ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রশিক্ষণে সরকারি চাকুরি বিধিমালা, ছুটি বিধিমালা, আর্থিক বিধি বিধান,অডিট,আয়কর বিধিমালা , এসডিজি-২০৩০,রুপকল্প ২০৪১ সহ সরকারের গৃহীত নানাবিধ পলিসি সম্পর্কে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে অভিজ্ঞ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সেশনসমূহ পরিচালনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৭২ জন শিক্ষককে বি.এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ উইং কর্তৃক মোট ২১ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এর মধ্যে ১৯ জন কর্মকর্তা দক্ষিন কোরিয়াতে এবং ০২ জন কর্মকর্তা জাপানে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- প্রশিক্ষণ উইং থেকে দেশের অভ্যন্তরে ৫৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি/এমফিল কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। একইসময়ে বিদেশে ৩৪ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পিএইচ.ডি/মাস্টার্স গবেষণা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- UNICEF, Bangladesh এর Education Section সহযোগিতায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সাইকোলজিক্যাল ফাস্ট এইড (PFA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে নির্বাচিত ২৪ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাইকোলজিক্যাল ফাস্ট এইড (PFA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ অর্থবছরে ০২ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক ১০ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮০০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে মাস্টার ট্রেইনার পুল গঠন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ উপজেলা পর্যায়ের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টশন ওয়ার্কশপ এবং সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহে অনুষ্ঠিত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ও বাস্তবায়নের জন্য ১৮,৮১৭জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুর অভিভাবককে ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি এবং একীভূত শিক্ষা বিষয়ে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও তার অপনোদন, সঠিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি,একীভুত শিক্ষা, রিজনেবল এ্যাকোমডেশন, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা,পরিবেশগত অভিযোজন, খাদ্যাভ্যাস,থেরাপি সেবা, বেসিক কাউন্সেলিং, সহপাঠী ও এসএমসির'র করণীয় ও বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শন এই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ২১,৫৯২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও, ভোকেশনাল ট্রেডের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ভোকেশনাল ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ বিষয়ে ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ৭৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুলে প্রজেক্ট ভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বরগুনা জেলার সদর ও তালতলী উপজেলায় ১০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের জেমস বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি স্কোর কার্ড প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জেনারেশন ব্রেক থ্রু (পর্যায়-২) প্রকল্পের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের মাঝে (সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী জেলার ২১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪০টি মাদ্রাসায়) জেন্ডার সাম্য আচরণ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০ জন প্রধান শিক্ষককে এবং ৭৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাপান এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Arigatou International Geneva Office এর যৌথ তত্ত্বাবধানে ''Ethics Education Fellowship pilot project" বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০ জন প্রধান শিক্ষককে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ১৯টি বিদ্যালয়ের ৩৮ জন শিক্ষককে ৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬ মাসব্যাপী শ্রেণি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হচ্ছে ।

৪) কর্মশালা :

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় মনিটরিং ও মেন্টরিং, ভোকেশনাল কর্মসূচির আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেড ইনস্ট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রিভিউসহ ০৭টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- স্ট্রেংদেনিং রিডিং হ্যাবিট অ্যান্ড রিডিং স্কিলস অ্যামাং সেকেন্ডারি স্টুডেন্টস স্কিম এর আওতায় ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ওরিয়েন্টশন কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিচিতি কর্মশালা ৩০০ উপজেলায় আয়োজন করা হয়েছে।
- পারফরমেন্স বেজড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারী সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিমের এর আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৫০০টি ওয়ার্কশপ সফলভাবে আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের PTA (Parent Teacher Association) এ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১২ জুন, ২০২৩ তারিখে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের মোট ৪৯০ টি উপজেলায় দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৪৯,০০০ জন সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী (মাধমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার ও অধ্যক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি) এবং অটিজম ও এনডিডি শিশুদের অভিভাবকদের অটিজম ও শিক্ষার অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করা হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অটিজম ও এনডিডি এবং একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৬৪টি জেলার মোট ১৪৪ টি স্কুলের প্রতিটিতে ১৫০জন শিক্ষার্থীসহ মোট ২১,৬০০জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।
- প্রতি বছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ০২ এপ্রিল ব্লু-লাইট প্রজ্জ্বলনের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অটিজম সমস্যার শিশুদের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য ০২-০৪ এপ্রিল পর্যন্ত ৩দিনব্যাপী ব্লু লাইট প্রজ্জ্বলন করে। NAAND প্রকল্প কর্তৃক প্রতি বছর ০২-০৪ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (শিক্ষা ভবন) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুম ব্লু লাইট (নীল বাতি) দ্বারা আলোকিত করা হয়ে থাকে।
- অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুরে ২টি বিভাগীয় সেমিনারসহ মোট ৭ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

৫) অবকাঠামো :

১. সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ৩২০টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান যার মধ্যে ২১ টি বিদ্যালয়ের ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট ১টি করে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ২১ টি বিদ্যালয়ের ভবনের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র : হাতিয়া টাউন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাতিয়া, নোঁয়াখালী এবং দৌলতখান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতখান, ভোলা

২. ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণ/বন্দোবস্তকৃত ০৯টি জমির মধ্যে ৮টিতে (জয়পুরহাট, শ্রীমঙ্গল, রংপুর-কামালকাছনা ও উত্তম মৌজা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম-পূর্বপতেঙ্গা ও উত্তর পতেঙ্গা রাজশাহী- ছোটবনগ্রাম) একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ০১টি (রাজশাহী- বড়বনগ্রাম) ভবন নির্মাণ চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান আছে।

৩. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প'এর আওতায় ১৮১টি ভবন নির্মাণের মধ্যে ৪৯টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ১২৭টির কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৭৮টি কলেজে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলমান ১২৭ টি কলেজের মধ্যে ৪৫টি ৭৬%-৯৯% ৩১টি ৫১%-৭৫%, ৩৩টি ২৬%-৫০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১৮টির ১%-২৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন আছে ৫টি কলেজ।

৪. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬টি (সাধারণ একাডেমিক ভবন-১১টি, বিজ্ঞান ভবন-১টি, হোস্টেল ভবন ০২টি, মাল্টিপারপাস ভবন ০২টি) ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৫. ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জোয়ারসাহারা সাইটটি প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে বাতিলের প্রস্তাব করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত ০৪.০৪.২০২৩ তারিখের একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জোয়ারসাহারা এলাকার ০২টি সাইট পরিদর্শনপূর্বক চূড়ান্তভাবে জমি নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, সাঁতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা এর জমির মূল্য বাবদ জেলা প্রশাসক, ঢাকা কর্তৃক প্রাক্কলিত সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

৬. সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৪টি ৬তলা একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১৯ টি ভবনের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে।এছাড়াও, ৮৩টি কলেজে ফটোকপিয়ার মেশিন, ৭১টি কলেজে রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন,ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক ও ৫১টি কলেজে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে ।

ইলেকট্রিক ফ্লাস্ক, ৫১টি কলেজে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়ে।

৬) অস্থায়ী একাডেমি চালুকরণ :

ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস (NAAND) প্রকল্পের আওতায় রাজউক পূর্বাচলে মূল একাডেমির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় একটি ভাড়াকৃত ভবনে অটিজম ও এনডিডি শিশুদের সীমিত পরিসরে সরাসরি সেবা প্রদানের জন্য একাডেমির কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করা হয়েছে। ভাড়াকৃত অস্থায়ী একাডেমিতে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীকে একীভূত শিক্ষায় একীভূতকরনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (এনডিডি) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র-২-৪ : NAAND-এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস ভবন ও কার্যক্রম

৭) **প্রকাশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন :**

- শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান উইং Learning Assessment of Secondary Institutions(LASI)-২০১৭ এবং National Assessment of Secondary Students(NASS)- 2019 কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এটি একটি নমুনাভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার দূর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শিখণ যোগ্যতা পরিমাপ করা যায়। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বিষয়, শ্রেণি, লিঙ্গ, আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্যও পরিমাপ করা যায়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে grade-৬, grade-৮ এবং grade-১০ এ বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের ওপর এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইতোমধ্যে LASI- ২০১৭ এবং NASS- ২০১৯ এর চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রতি বছর প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ সম্পর্কিত ধারা, শ্লোগান, অটিজম ও এনডিডি শিশুদের শিক্ষা অধিকার বিষয়ক ব্রুশিয়ার, পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট প্রকাশ করা হয় ও তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
- প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) -এর আওতায় নিম্নবর্ণিত নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণীত হয়েছে:
  ১. DSHE Institutional Assessment Report খসড়া প্রণীত হয়েছে।
  ২. EMIS Capacity Development Plan খসড়া প্রণীত হয়েছে।
  ৩. ILC Capacity Development Plan খসড়া প্রণীত হয়েছে।
  ৪. সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিধি-বিধান ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন।

৮) বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সর্বপ্রথম ২০১৩ সালে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ১৩ মার্চ তারিখে প্রাতিষ্ঠান পর্যায়ে, ১৯-২০ মার্চ উপজেলা পর্যায়ে, ২মে জেলা পর্যায়ে, ৩মে ঢাকা মহানগর, ৯মে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ১৫মে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি বিভাগীয় এলাকা হতে প্রতি বিষয়ের প্রতি গ্রুপ হতে ১ জন সেরা শিক্ষার্থী বাছাই করে ৫টি বিষয়ের ৩টি গ্রুপ থেকে ১৫ জন হিসেবে ৯টি বিভাগ থেকে সর্বমোট ১৩৫ জন বিভাগীয় সেরা মেধাবীর মধ্যে ১৩০ জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি গ্রুপ হতে ১ জন করে মোট ১৫ জন শিক্ষার্থীকে **'বছরের সেরা মেধাবী'** হিসেবে নির্বাচন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১১জুন ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে ১৫ জন সেরা মেধাবীদের প্রত্যেককে দুই লক্ষ টাকা, ক্রেস্ট, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অন্য অংশগ্রহণকারীদের ত্রিশ হাজার টাকা, মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে **'বছরের সেরা মেধাবী'**

চিত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরুষ্কার গ্রহণ করছেন সেরা মেধাবীরা

৯) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৩ :

দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি-শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০৬ মে ২০২৩ তারিখে শুরু হয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে উপজেলায় ১৩-১৪ মে, জেলা পর্যায়ে ২০-২১ মে .বিভাগীয় পর্যায়ে ১৭-১৮ মে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ০৫-০৬ জুন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,ঢাকা এবং ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি“ক” গ্রুপ, ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণি “খ” গ্রুপ, ১১শ- ১২শ “গ” গ্রুপ, এবং ১৩শ-১৭ শ“ঘ” গ্রুপ এই চারটি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একইসাথে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান,শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, শ্রেষ্ঠ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং শ্রেষ্ঠ জেলা শিক্ষা অফিসার নির্বাচন করা হয়। বিগত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারের নগদ অর্থ,সনদ,ক্রেস্ট ও মেডেল বিতরণ করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন

১০) জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

- ৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ২০ হতে ২৪ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে ভাষা সৈনিক রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল,মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে উপজেলা/থানা, জেলা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল হয়ে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিযোগিতায় ০৫টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় । খেলাগুলো হলো- সাঁতার(ছাত্র-ছাত্রী), ফুটবল(ছাত্র-ছাত্রী) হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি(ছাত্র-ছাত্রী) ও দাবা (ছাত্র-ছাত্রী) ।

৪৯তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ডিসপ্লে।

- ৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ৫১তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ০২ হতে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শামস্-উল-হুদা স্টেডিয়াম, যশোর অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত প্রতিযোগিতায় ০৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় । খেলাগুলো হলো- এথলেটিকস(ছাত্র-ছাত্রী), ক্রিকেট (ছাত্র-ছাত্রী), ভলিভল (ছাত্র-ছাত্রী), ব্যাডমিন্টন-একক ও দ্বৈত (ছাত্র-ছাত্রী), টেবিল টেনিস-একক ও দ্বৈত (ছাত্র-ছাত্রী),হকি (ছাত্র-ছাত্রী), বাস্কেটবল (ছাত্র-ছাত্রী),সাইক্লিং (ছাত্র-ছাত্রী)।

১১) "শিক্ষক দিবস-২০২২"

এই প্রথমবারের মতো আড়ম্বরপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে শিক্ষক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এ আয়োজনে দুই মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের) উদ্যোগে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ

শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষক দিবস ২০২২ উদযাপিত হয়। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে কর্মকর্তাসহ ও শিক্ষকগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। এবারের শিক্ষক দিবসের প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল- "The Transformation of Education Begins with Teachers" অর্থাৎ 'শিক্ষকদের হাত ধরেই শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর শুরু' ।

শিক্ষক দিবস-২০২২ উপযাপন-উপলক্ষ্যে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

শিক্ষক দিবস-২০২২ উপযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষকগণের জন্য Teachers Leadership and Innovation এবং Conveying Professional Quality Development of Teachers Thinking of Future Education বিষয়ে Testimonies (Video Clips) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় সারা দেশের ১৩৮ জন শিক্ষক Video Clips প্রস্তুত করে তা অনলাইনে Submit করে।

শিক্ষক দিবস-২০২২ উপযাপনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি করে ফলজ, ভেষজ এবং বনজ বৃক্ষ রোপণ করে। এছাড়াও ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহায়তায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকল শিক্ষকের মাঝে শুভেচ্ছা উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমগ্র শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়।

১২) মাউশি অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিবরণ

- মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশব্যাপি ৫৩০টি উপজেলায় প্রতিবছর-

  উপজেলা/থানা শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী পুরস্কার (UBSA) ১০,০০০ টাকা হারে ৫৩০০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ৫৩০.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে।

  উচ্চমাধ্যমিক সমাপনি পুরস্কার (HSCA) ২৫,০০০ টাকা হারে ৫৩০০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ১৩২৫.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে।

  উপজেলা/থানা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার (UBTA) ১,০০,০০০ টাকা হারে ১০৬০ জন শিক্ষককে মোট ১০৬০.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশব্যাপি স্কুল/মাদ্রাসা/গভার্নিংবডি ব্যবস্থাপনা জবাবদিহি অনুদান (SMAG/MMAG/GBAG) ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০০,০০০ টাকা হারে মোট ২৫০০০.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হয়েছে

(আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৩৯%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০০,০০০ টাকা হারে মোট ৩৭৫০০.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০০,০০০ টাকা হারে মোট ৩৭৫০০.০০ (লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে।

- বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় Learning Acceleration in Secondary Education (LAISE) Project এবং সরকারি অর্থায়নে "তিন পার্বত্য জেলায় নতুন আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন এবং বিদ্যমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- এসইডিপি প্রোগ্রামের আওতায় Blended Education Master Plan Implementation Assistance Project; Improving National Examinations and Assessment of Secondary Education শীর্ষক স্কিম ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাউশি অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত প্রকল্প ধারনা নিয়মিতভাবে প্রস্তুত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র শাখা থেকে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব, ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রস্তাব ও নতুন প্রকল্পের ধারণাপত্রসমূহ নিম্নরুপ:

ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রস্তাব:

১) "সরকারি টির্চাস ট্রেনিং কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবনা

২) "Integrated Feasibility Study Project on Construction of Educational Infrastructure" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবনা;

প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি):

১) দেশের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর অর্থায়নে GIS Lab স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের পিডিপিপি

২) Establishment Of New Residential Secondary and Construction of students' Hostels at existing Secondary Schools in Three Hill Tract Districts Project

প্রকল্পের ধারণাপত্রসমূহ:

১) বিসিএস সাধারণ শিক্ষা একাডেমী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প;

২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 4iR club স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প;

৩) মাউশি অধিদপ্তরের ২০ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প;

৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প;

৫) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা USAID এর যৌথ তত্ত্বাবধানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে Situational Analysis of Higher Secondary Education in Bangladesh সম্পন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে Higher Secondary Education Project (HSEP) প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা JICA এর যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভবিষ্যতে শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে Survey কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
- Arigatou International Geneva Office এর অর্থায়নে ‘‘Ethics Education Fellowship” এর কার্যক্রম সারাদেশে বিস্তৃত করা এবং সকল অংশীজনদের মাঝে নতুন কারিকুলাম বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UNICEF এর সাথে বিভিন্ন ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভলপমেন্টের পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং শিক্ষার রূপান্তরের বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জাতীয় চাহিদার আলোকে প্রকল্প/স্কিমের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।